ইসলাম, হজ্জ্ব ও সার্বজনীনতা

ডঃ মোহাম্মদ ওমর ফারুক

সৌজন্যঃ **নাবিক** নিউজলেটার (এপ্রিল ১৯৯৪)

ইসলাম সার্বজনীনতা ভিত্তিক একটি আদর্শ ও জীবন ব্যবস্থা। কোন বিশেষ ভূমি, ভাষা, বংশকে ভিত্তি করে কৃত্রিম অথবা অন্যায় কোন পরিচিতি, বন্ধন বা কাঠামো গড়ার জন্য ইসলাম আসেনি। এমন কি ইসলাম নিছক মুসলিমদের জন্যই নয়। আল্লাহ শুধু মুসলিমদেরই রব্ব নন, বরং সমগ্র সৃষ্টি জগতেরই রব্ব। 'সব প্রশংসা একমাত্র আল্লাহ্‌র জন্য যিনি নিখিল জাহানের রব্ব' [আল-ফাতিহাঃ ১] 'হে মুহাম্মদঃ আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে তারাই হিদায়াত প্রাপ্ত ছিল, তাদেরই পথে তোমরা চলবে, এবং বলে দাও যে, আমি (প্রচারণা ও পথ নির্দেশনা দেয়ার) কাজে তোমাদের কাছে থেকে কোন মজুরী বা প্রতিদান প্রার্থী নই। এ তো সমগ্র দুনিয়ার মানুষের জন্য এক সাধারণ নসীহত বিশেষ' [আল-আনয়ামঃ ৯০]

এই চেতনার ভিত্তিতেই ইসলাম সুস্পষ্টভাবে ঘোষণা দিয়েছে হযরত মুহাম্মদকে (সঃ) শেষনবী হিসেবে প্রেরণ নিছক মুসলিমদের জন্যই বিশেষ রহমত নয়। 'হে নবী! আমরা তোমাকে সমগ্র মানবতার জন্য রহমত হিসেবে পাঠিয়েছি' [আল-আম্বিয়াঃ ১০৭] আল-কুর্‌আনও তাই প্রেরণ করা হয়েছে সমগ্র মানবতার জন্য। 'এ তো একটি উপদেশ ও স্মারক (যিক্‌র) সমগ্র মানবতার জন্য' [আস্‌-সদঃ ৮৭]

সর্বশেষ এবং চূড়ান্ত ঐশী গ্রন্থ হিসেবে আল-কুর্‌আনে এবং সর্বশেষ নবী হিসেবে হযরত মুহাম্মদ (সঃ)-এর দৃষ্টান্তমুলক জীবনে উভজগতের জন্য মানবতার যথার্থ সাফল্যের যে দিক নির্দেশনা রয়েছে তা সমগ্র মানবতার জন্য। প্রকৃতপক্ষে, এই দিক নির্দেশনা যারা নিজেদের জীবনের জন্য সত্য হিসেবে গ্রহণ করে এবং সমগ্র মানবতার দুয়ারে তার কল্যাণ পৌছে দেয়ার দায়িত্ব যাদের কাঁধে তারাই মুসলিম এবং তাদেরই সামষ্টিক পরিচিতি হচ্ছে 'মুসলিম উম্মাহ্‌'। 'তোমরাই সর্বোত্তম জনগোষ্ঠী যাদেরকে সমগ্র মানবতার (মুক্তির) জন্যই নির্দ্দিষ্ট করা হয়েছে । তোমরা সৎ কাজের নির্দেশনা দাও, অন্যায় ও পাপ কাজ থেকে অন্যদেরকে বিরত রাখ, এবং আল্লাহ্‌র প্রতি ঈমান পোষণ করে চলো [আলে ইমরানঃ ১১০]

উপরোক্ত আয়াতগুলোতে সুস্পষ্টভাবেই ইসলামের সার্বজনীন দৃষ্টিভঙ্গী ও চেতনা-অনুভূতির প্রতিফলন রয়েছে। এজন্যই মুসলিম হিসেবে আমাদের কল্যাণ এবং অকল্যাণ, সুখ-দুঃখ এবং হাসি-কান্নার সেতুবন্ধন সমগ্র মানবতার সাথেই। মুসলিমরা শুধু মুসলিমদের উন্নতি ও কল্যাণেই তৃপ্ত বা উল্লসিত হয় না, বরং অন্যদের যথার্থ উন্নতি ও কল্যাণের ব্যাপারে তারা সংবেদনশীল। একইভাবে মুসলিমরা শুধু মুসলিমদের দুঃখ এবং যাতনাতেই অশ্রুসিক্ত এবং ব্যথাতুর হয় না, বরং অন্য যে কারও দুঃখ ও যাতনাতেও তাদের হৃদয়বীণায় সমবেদনা ও সহমমিতার ঝংকার ওঠে।

এটা নিছক তাত্তিক বা দার্শনিক বিষয় নয়। এর ব্যবহারিক দিকও রয়েছে যা আমাদের বাস্তব জীবনে বহুলাংশে অনুপস্থিত। আমরা কাশ্মীর, ফিলিস্তিন, সোমালিয়া, বস্‌নিয়া নিয়ে যেভাবে ব্যথাতুর হই, তাদের কথা ভেবে আমরা যেভাবে সংবেদনশীল হই, এবং কখনো কখনো তাদের সমর্থনে কর্মতৎপর হয়ে উঠি, অমুসলিমদের মধ্যে যদি কোন জনগোষ্ঠীর অনুরূপ অভিজ্ঞতা হয়, আমাদের অনুভূতি ও সংবেদনশীলতাও কি সমানুপাতিক হয়? আমেরিকার স্থানীয় অধিবাসী ইন্ডিয়ানদের প্রতি যা করা হয়েছে তা নিয়ে কি মুসলিমরা তাদের মুখ কখনো খুলেছে, লেখনী

কখনো ধরেছে, অথবা আমাদের জুময়ার খোৎবায়, মাহ্‌ফিলে, অথবা অন্যবিধ সমাবেশে এ প্রসঙ্গে একাত্মতা প্রকাশ করা হয়েছে? আমেরিকার কৃষ্ণাঙ্গরা দাসত্ব এবং শোষণ-নির্যতনের শিকার হয়েছে, তাদের জন্য আমাদের মন কি কখনো কেঁদেছে? হ্যাঁ, আমরা অনেক সময়ই আমেরিকার দুর্বলতা অথবা অপূর্ণতা চিহ্নিত করতে গিয়ে এ সব জনগোষ্ঠীর যাতনায় অভিজ্ঞতার কথা উল্লেখ করেছি, কিন্তু তাতে আমেরিকার প্রতি আমাদের যতটা সমালোচনার অনুভূতি রয়েছে, ইন্ডিয়ান বা কৃষ্ণাঙ্গদের ব্যাপারে আনুপাতিকভাবে ততটুকু দরদ বা সহমর্মিতা আমাদের মধ্যে সচরাচর পরিলক্ষিত হয় না।

এ পর্যবেক্ষণের সমর্থনে উদাহ্‌রণের অভাব নেই। আমরা যারা আমেরিকায় বসবাস করি, ইন্ডিয়ানদের সাথে আমাদের কোন পরিচিতির বন্ধনতো দূরে থাক, যোগাযোগের সূত্র পর্যন্ত নেই। অথচ যে সমস্ত ঔপনিবেশিক শক্তি তাদের কাছে থেকে তাদের ভূমি কেড়ে নিয়ে তাদেরকে নিজেদের ভূমিতেই শৃংখলাবদ্ধ করেছে এবং তাদের মানবাধিকার নির্মমভাবে ক্ষুন্ন করেছে, তাদেরই ধ্বজাবাহী হয়েই কি আমরা ইমিগ্র্যান্ট মুসলিমরা এখানে পাড়ি জমাইনি এবং বসতি স্থাপন করিনি? ইন্ডিয়ানদের সাথে যে আমাদের আদর্শিক অথবা মানবিক সেতুবন্ধনের সৃষ্টি হওয়া সম্ভব তা কখনো আমরা হয়ত ভেবেও দেখি না। তারাও যদি আমাদেরকে ঔপনিবেশিক শক্তিগুলোরই পরগাছা হিসেবে মনে করে এবং আমাদের ভিন্ন করে না দেখে বা দেখতে পারে, তাদের কি কোন ভূল হবে তাতে? অভিন্ন ভাবেই এদেশের কৃষ্ণাঙ্গদের সাথেও ইমিগ্র্যান্ট মুসলিমদের নিবিড় কোন সেতুবন্ধন গড়ে ওঠেনি, অথচ মুসলিম হিসেবে আমাদের মাঝে একদিকে সার্বজনীনতা এবং অন্যদিকে সুবিচারমুখীনতার প্রতিফলন হওয়া উচিৎ ছিল।

এ প্রসঙ্গেই হজ্জ্বের বিষয়টি আসে। তার কারণ হজ্জ্ব ইসলামের পাঁচটি বুনিয়াদের একটি এবং এই ইবাদতটি জীবনে হয়ত মাত্র একটি বারের জন্য হলেও এই বুনিয়াদটির বিশেষ তাৎপর্য হচ্ছে আমাদের সাম্য ও সার্বজনীনতার চেতনা ও অনুভূতি জাগ্রত অথবা শাণিত করা। পুরুষ-মহিলা, ধনী-দরিদ্র, শ্বেতকায়-কৃষ্ণকায়, শাসক-শাসিত, শিক্ষিত-অশিক্ষিত, যুবক-বৃদ্ধ নির্বিশেষে সেখানে আল্লাহ্‌র আমন্ত্রিত অতিথি হিসেবে ইব্রাহীম ও ইসমাইল (আঃ) নির্মিত ও মা হাজেরার ঐতিহাসিক ত্যাগ-ঐতিহ্য বিজড়িত তাওহীদের প্রাণকেন্দ্রে সমগ্র মানবতার প্রতিনিধি হিসেবে আল্লাহ্‌র অনুগত বান্দারা সেখানে সমবেত হন।

কিন্তু নিছক দুঃখজনক বললে পর্যাপ্ত হবে না আজ তাওহীদের এই প্রাণকেন্দ্র অনৈসলামী শক্তির প্রতিভূদের শয়তানী ছায়ায় আজ তার সত্যের আলো ও সৌরভ মানবতার দুয়ারে পৌছে দিতে অপারগ। তাওহীদের এই প্রাণকেন্দ্র, যেখানে বায়তুল্লাহ এবং নবূয়তী ধারার শিরোমণি হযরত মুহাম্মদ (সঃ)-এর বৈপ্লবিক ঐতিহ্যের যোগসূত্র, আজ সেই প্রাণকেন্দ্র সম্পূর্ণ অনৈসলামী ভিত্তিতে ভৌগোলিকভাবে জাতীয়করণ করা হয়েছে। মুসলিমদের সেখানে যেতে ভিসা নিতে হয় একটি বিশেষ জনগোষ্ঠীর মর্জির ভিত্তিতে। হজ্জ্বে অতিথিদের সেবার নামে সেখানে প্রকাশ্য, সুসংগঠিত এবং প্রতিষ্ঠানিকভাবে যা চলে তাকে আইনানুগ(?) ডাকাতি ছাড়া আর কি বলা চলে? বিত্তশীল মুসলিমদের ছাড়া সেখানে যাওয়ার পরিসর দ্রুতই সংকীর্ণ হয়ে আসছে। অতীতে বাংলার প্রান্তর থেকে অনেক আকুল মুসলিম পদব্রজে হজ্জ্বে যাওয়ার গৌরব অর্জন করেছেন এবং ত্যাগ ও কষ্টের অনুপম দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন। অথচ এখন সমুদ্রপথে জাহাজে যাওয়ার সুলভ পথ বন্ধ করার পাঁয়তারাও নাকি চলছে।

সেখানে হজ্জ্বের সময়েও আরব এবং অনারব, অভিজাত (অর্থাৎ রাজকীয়) আরব এবং অনভিজাত আরব সেখানে সমান আতিথেয়তা পায় না। এমন কি আমেরিকান নাগরিক যারা নন সেসব মুসলিমদের তুলনায় আমেরিকান পাসপোর্টধারী মুসলিমরা সেখানে অধিকতর নিরাপদ এবং আপ্যায়িত। তাওহীদের প্রাণকেন্দ্র যেখান থেকে সাম্য ও সার্বজনীনতার বিশ্বমুখী আজানের ঝংকার ওঠার কথা সে দেশে আজ একই যোগ্যতাসম্পন্ন মুসলিম এবং অমুসলিমদের মাঝে অমুসলিমদের বেতন অনেক গুণে বেশী দেয়া হচ্ছে। সেখানে না আছে কোন পশ্চিমা আইনের

শাসন, আর না আছে ইসলামের শাসন। এমন কি মানুষের ন্যূনতম মানবাধিকারের নিরাপত্তা নেই সেখানে।

এই মক্কার বায়তুল হারামের প্রাঙ্গণে যেখানে কোন পশু-পাখীকে হত্যা করার অনুমতি নেই, সেখানে হাজীদের জীবনের নিরাপত্তা নেই। এমন কি খোদ বায়তুল্লাহর প্রাঙ্গনেই পকেটমারদের ব্যাপক দৌরাত্ম্য বেড়েছে। আমারই এক সুহৃদ দু'বছর আগে সস্ত্রীক হজ্জে গিয়েছিলেন। মসজিদুল হারামে নামাজে সিজদারত অবস্থায় তাদের মাথার সামনে থেকে তাদের গোচরেই, তাদের নাকের ডগা দিয়েই তার স্ত্রীর ব্যাগটা দৃষ্টির অন্তরাল হলো। এই পেশাদার অপরাধীরা খুব ভালভাবেই হাজীদের মানসিক অবস্থাটা জানে এবং বোঝে। অধিকাংশের জীবনেই একবার হজ্জ্ব করতে এসে খোদ বায়তুল্লাহর চত্বরে সিজদায় মহান রাব্বুল আলামীনের নিকটবর্তী হয়ে না কারও ব্যাগের কথা মনে থাকে আর না থাকে সিজদা ছেড়ে, নামাজ ভেঙ্গে অপরাধীদের পেছনে দৌড়িয়ে আল্লাহর ঘরের অবমাননা করার মত মনোবৃত্তি। অপরাধীরা এর সুযোগ শতকরা একশত দশ ভাগ ব্যবহার করে। কিন্তু কেমন করে এরকম অবস্থা সম্ভব হলো?

দুঃখজনক বাস্তবতা হচ্ছে এই যে এসবই হয়ে চলেছে কোটি কোটি মুসলিমের নির্বিকার অনুভূতির সামনেই। আজ পর্যন্ত মুসলিমরা অনৈসলামী শাসনাধীন মক্কা-মদীনা তথা তাওহীদী ঐতিহ্যের প্রাণকেন্দ্রকে জাতীয়করণের বিরুদ্ধে কোন আওয়াজই তোলেনি। খোদাভীরু নয় এমন শাসকদের হাত থেকে তাওহীদের প্রাণকেন্দ্রকে উদ্ধার করা বা এর দাবী তোলা তো দূরে থাক, আজ পর্যন্ত মুসলিম জনগোষ্ঠীর চেতনাতেই এখনো আসেনি যে বর্তমান অবস্থা ইসলামের সম্পূর্ণ বিপরীত এবং সত্বর এর নিরসন হওয়া প্রয়োজন। দুঃখজনক যে এ প্রসঙ্গে সমসাময়িক অধিকাংশ তথাকথিত ইসলামী আন্দোলনগুলোর ভূমিকা অনৈসলামী সৌদী শাসকগোষ্ঠীর ক্রীড়নক স্বরুপই বলতে হবে।

[লেখক যুক্তরাষ্ট্রের আপার আইওয়া ইউনির্ভাসিটিতে অর্থনীতি ও ফাইন্যান্স-এর একজন সহযোগী অধ্যাপক।]

===

Personal Homepage: http://www.globalwebpost.com/farooqm
Genocide 1971: http://www.globalwebpost.com/genocide1971
Kazi Nazrul Islam Page: http://www.nazrul.org